সপ্তম কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী

অক্টোবর, ৩১শে - ৭ই নভেম্বর, ১৯৬৪
কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ভূমিকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস ৭ই নভেম্বর কলকাতায় সমাপ্ত হল। অনেক মহলই এই দুরাশা পোষণ করছিল যে কংগ্রেসে আমরা গৃহবিরোধে বিভক্ত হয়ে যাব ; কংগ্রেস তাঁদের দুরাশার মুখে ছাই দিয়েছে। এই সব মহল রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে কলকাতায় সমবেত ডেলিগেটদের মধ্যে নাকি কোনো ব্যাপারে মিল নেই - একমাত্র ডাঙ্গে-চক্রের প্রতি বিরোধিতা ছাড়া। কংগ্রেসের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আশু ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যাবলী কি হবে - এই উভয় ব্যাপারেই ডেলিগেটদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য মিল ছিল।

প্রথমত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্তব্যাবলী সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় সর্বজনীন সম্মতিতে। উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের আগে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টের উপরে যে আলোচনা চলে তাতে দেখা যায় যে ডাঙ্গে-চক্র কর্তৃক অনুসৃত সংশোধনবাদী কর্মনীতি ও সাংগঠনিক পদ্ধতি সম্পর্কে এবং তাঁদের সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের ও কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার আবশ্যকতা সম্পর্কেই যে ডেলিগেটদের মতৈক্য রয়েছে, কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির উপস্থিত কর্তব্যাবলী সম্পর্কেও তাঁদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে।

আট বছরেরও বেশী কাল ধরে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কর্মসূচি ছিল না ; অর্থাৎ যে বুনিয়াদী দলিলের উপরে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্টি তার কাজকর্ম পরিচালনা করে, সেই বুনিয়াদী দলিলটিই ছিল না। সপ্তম কংগ্রেস এই গুরুতর ত্রুটির নিরাকরণ করে এবং সর্বসম্মত ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি গ্রহণ করে। যে খসড়া কর্মসূচিটি কংগ্রেসে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়, সেটি ইতিপূর্বে ছ-মাসেরও বেশী কাল ধরে পার্টির সমস্ত স্তরে - ইউনিটে ইউনিটে, তালুক, জিলা ও রাজ্য সম্মেলনগুলিতে গভীর ভাবে আলোচিত হয়েছে। ডেলিগেটরা এই সব সম্মেলন থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসেন আর এই কারণেই খসড়ার উপরে তিন দিন ব্যাপী আলোচনা চলে খুবই সুশৃংখল ভাবে। খসড়া কর্মসূচির আলোচনা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি বেরিয়ে আসে সেটি হচ্ছে কর্মসূচির মৌল বক্তব্যগুলি সম্পর্কে সকলের ঐক্যমত। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার মূল্যায়ন সম্পর্কে কোনো মতপার্থক্য দেখা যায় না। সরকার তথা রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে, সরকার যে আধা উপনিবেশতন্ত্র ও সমান্তরতন্ত্রের অবশেষগুলিকে চুরমার না করে দিয়ে একটি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে এবং বর্তমান জগতে এই ধারায় বিকাশের সম্ভাবনা যে একান্ত সীমাবদ্ধ সে সম্পর্কে, একচেটিয়া কারবারের অগ্রগতির এবং বেসরকারী ও সরকারী এলাকায় বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশের ফলাফল কি - সে সম্পর্কে, বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে, এই সরকারের জায়গায় জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্পর্কে, ভারতকে সংকট, দারিদ্র ও বেকারির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে এই সরকার যে-সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে - সে সম্পর্কে, সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে যে গণতান্ত্রিক মোর্চা সেই গণতান্ত্রিক মোর্চার গঠন সম্পর্কে - কর্মসূচির এই সব কয়টি বুনিয়াদী উপাদান সম্পর্কেই পরিপূর্ণ ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়।

কংগ্রেসের আগে যে ধৈর্যশীল ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছিল তা থেকে দেখা যায় যে কর্মসূচি সম্পর্কে কমরেড ই.এম.এস.নাম্বুদিরিপাদ এবং অন্যান্যের মধ্যে যে মতপার্থক্য তাকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল। একমাত্র যে মতপার্থক্যটি থেকে যায় তা এই যে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের কোন এক বা একাধিক অংশ - সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য কারণে - জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় যোগ দিতে পারে কি পারে না, সে সম্পর্কে কমরেড নাম্বুদিরিপাদ কোন চূড়ান্ত মনোভাব গ্রহণ করতে চান না। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এমনকি তিনিও এটা নিশ্চিত করে বলেন নি যে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের কোন অংশ অবশ্যই জনগণতান্ত্রিক মোর্চার দিকে আকৃষ্ট হবে। তিনি কেবল চেয়েছিলেন যে ব্যাপারটি আপাতত আলোচনা-সাপেক্ষ রাখা হোক।

এই ভাবে কংগ্রেস থেকে অভ্যুদিত হল রাজনীতিগত ভাবে, কর্মসূচি গতভাবে ও সংগঠনগতভাবে ঐক্যবদ্ধ এক পার্টি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আগামী মাসগুলিতে যখন মতাদর্শগত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে সুশৃংখল আন্ত:পার্টি আলোচনা পরিচালিত হবে, তখন এই একই ধরনের মতৈক্যের প্রতিষ্ঠা ঘটবে।

খসড়া কর্মসূচির যেসব সংশোধন গৃহীত হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য কেবল মূলগত সিদ্ধান্তগুলিকে সমৃদ্ধ করা ও সুস্পষ্ট করা কিংবা সেগুলির প্রকাশ ভঙ্গিকে উন্নততর করা। খসড়া কর্মসূচির মূলগত সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি অক্ষুন্ন থেকে

গিয়েছে - এই যে ঘটনা তা থেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক রদবদলের দ্বারা কংগ্রেস প্রভাবিত হয় নি ; অবশ্য কিছু লোক এই ধরনের প্রচার চালাচ্ছিল। উল্টো, এই অকাট্য ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি তার রাজনীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে স্বাধীন ভাবে - আমাদের দেশের পরিস্থিতির নিজস্ব পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং সেই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে।

বেজোয়াদায় পূর্ববর্তী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার সময়ে পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ১,৭৬,০০০ ; বর্তমান কংগ্রেসের ডেলিগেটবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১,০৪,০০০ জন সদস্যের দ্বারা। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য ডাঙ্গে-চক্রকে অস্বীকার করার জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তার পরে এই ১,০৪,০০০ জন সদস্য তাঁদের সদস্যপদ রিনিউ করেছেন। এই তথ্য থেকে চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হয় যে কলকাতা কংগ্রেসই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করার কোন অধিকার ডাঙ্গে-চক্রের নেই।

আমরা অত্যন্ত আগ্রশীল যাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পার্থক্যগুলি অতিক্রান্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৃহত্তর বাহিনী, আমরা সব সময়ে সতর্ক থেকেছি যাতে এই দুটির কোনটিরই বিরোধী মনোভাবে আমরা ভেসে না যাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রদবদল সম্পর্কে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের যে একাগ্রতা তা প্রতিফলিত হয়েছে।

২৯শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের ৩১জন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে গ্রেফতার করে এবং ভারত রক্ষা আইন অনুসারে আটক করে রাখে। স্পষ্টতই এই আক্রমণ চালানো হয় এই অভিসন্ধি নিয়ে যে কমিউনিস্ট পার্টি যেন নিজেকে সঙহত করতে না পারে। কংগ্রেসের ডেলিগেটগণ এবং পশ্চিমবঙ্গের কমরেডরা এই চ্যালাঞ্জে গ্রহণ করেন। সরকারের এই প্ররোচনামূলক আক্রমণ এবং তার ফলে ব্যবস্থাদি এলামেলো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস পূর্বনির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ীই সম্পন্ন হয়। সরকারী আক্রমণে এতটুকু বিচলিত না হয়ে ডেলিগেটগণ সংকল্প সহকারে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন - বিভিন্ন দলিল নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭তারিখে ৩ লক্ষাধিক নরনারীর যে সুমহান সমাবেশ হয় - যে সমাবেশে তাঁরা কংগ্রেসে গৃহীত আশু কর্তব্যাবলী ও পার্টি কর্মসূচি সম্পর্কে নেতাদের ভাষণ গভীর অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করেন - সেই সমাবেশই হল আমাদের পার্টির উপরে সরকারের হামলার সর্বাপেক্ষা সমুচিত জবাব। সে দিন আর দূরে নয় যখন ডাঙ্গে-চক্র কর্তৃক বিপথ-চালিত হাজার হাজার সদস্য এবং যাঁরা এতদিন নিষ্ক্রিয় হয়েছিলেন তাঁরাও আবার কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসবেন আর ডাঙ্গে-চক্র কেবল তাদের সাইনবোর্ডটি ছাড়া বাকি সব কিছুই হারাবে।

দু-বছরেরও বেশী কাল ধরে সরকার আর তার সহযোগীরা সারা দেশজুড়ে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও কলংক রটনার এক বিষাক্ত অভিযান অবিশ্রাম ভাবে চালিয়ে আসছে। আমাদের বিরুদ্ধে সরকার তীব্র দমনকার্য পরিচালনা করে চলেছে। এই সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ; তা হল একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক বিরোধীদল - যে দল তার জনবিরোধী নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এমন একটি দলের বিকাশ ও বৃদ্ধির পথে বাধা দেওয়া। আর ডাঙ্গে-চক্র পার্টির জীবনে অভূতপূর্ব বিপর্যয় সৃষ্টি করে সরকারের এই কর্মপ্রক্রিয়াকেই সুসম্পর্ণ করে দিয়েছে। এই সব কিছু সত্ত্বেও এবং এই সব কিছুর মধ্যেই পার্টি সদস্যবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সপ্তম কংগ্রেসের পেছনে সমবেত হন এবং এই কংগ্রেসকে সুবিপুল সাফল্যেমন্ডিত করেন। এই সব পার্টি সদস্য এবং অগণিত নারনারী - যাঁরা স্থানীয় জিলা ও রাজ্য সম্মেলনগুলির এবং এই কংগ্রেসের সমাপ্তি দিবসের সভা-শোভাযাত্রায় হাজারে হাজারে, লাখে লাখে অংশ গ্রহণ করেছেন, এঁরাই প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতিকে রুদ্ধ করবার এবং জনগণ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবার সমস্ত অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে কারণ এই সব অপচেষ্টার ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যার বেসাতি আর কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র কর্মকান্ডের ভিত্তি হচ্ছে মেহনতী জনগণ ও সমগ্র ভাবে দেশের স্বার্থের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। আমরা দৃঢ় ভাবে এই আস্থা পোষণ করি যে কর্মসূচি ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের হাতিয়ারে বলীয়ান আমাদের এই পার্টি ক্রমেই জনগণের আরো বিরাট বিরাট অংশকে নিজের দিকে টেনে আনবে এবং ক্রমেই আরো বেশী বেশী শক্তি সঞ্চয় করবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি,
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৪

নব-নির্বাচিত পার্টি-নেতৃত্ব

।। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ।।

পশ্চিমবঙ্গ

কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ
,, প্রমোদ দাশগুপ্ত
,, জ্যোতি বসু
,, হরেকৃষ্ণ কোঙার

অন্ধ্রপ্রদেশ

,, পি. সুন্দরাইয়া
,, এম. বাসবপুন্নাইয়া
,, হনুমন্ত রাও
,, এন প্রসাদ রাও

কেরালা

,, ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ
,, এ.কে.গোপালন
,, সি.এস. কানারন
,, সি.কে. নয়নান
,, অচ্যুতানন্দন

পাঞ্জাব

,, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ
,, জগজিৎ সিং লায়লাপুরি

তামিলনাদ

,, এম.আর. ভেঙ্কটরমন
,, বালসুব্রাহ্মনিয়ম
,, এন.শংকরাইয়া

পাঞ্জাব

কমরেড অচিন্ত্য ভট্টাচার্য

জম্মু

,, রামচন্দ্র স্রফ

,, **রাজস্থান**

,, মোহন পুন্নামিয়া

বিহার

,, এস.বি.শ্রীবাস্তব

উত্তরপ্রদেশ

,, শংকরদয়াল তেওয়ারী
,, শিবকুমার মিশ্র

গুজরাট

,, দিনকর মেহতা

কর্ণাটক

,, এম.এ. উপাধ্যায়

উড়িষ্যা

,, বনমালী দাস

বম্বে

,, বি.টি. রণদিভে
,, কোলাহাতকর. পারুলেকর

কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন

,, আব্দুল হালিম
,, ডা: ভাগ সিং
,, ডি. ভেঙ্কটারাও

।। পলিটব্যুরোর সদস্যগণ।।

১) কমরেড পি. সুন্দরাইয়া ২) কমরেড এম.বাসবপুন্নাইয়া ৩) কমরেড ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ
৪) কমরেড এ.কে. গোপালন ৫) কমরেড পি. রামমূর্তি ৬) কমরেড হরকিষেণ সিং সুরজিৎ
৭) কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ৮) কমরেড জ্যোতি বসু ৯) কমরেড বি.টি.রণদিভে

উল্লেখযোগ্য যে কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যসহ ৪১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। তিনজন কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যসহ ৩৪ জনকে কংগ্রেসে নির্বাচিত করা হয়। বাকি ৭টি পদ পরে পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

সাধারণ সম্পাদক
কমরেড পি.সুন্দরাইয়া

গৃহীত প্রস্তাবাবলী

।।১।।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে যে সমস্ত বীর সংগ্রামী জীবন দান করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

।।২।।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুপরিচিত নেতৃবৃন্দ কমরেড কুসেনিন, কমরেড তোগলিয়াত্তি, কমরেড মরিস তোরেজ, কমরেড বেঞ্জামিন ডেভিস এবং কমরেড এলিজাবেথ গুর্লি ফ্লিন-এর মৃত্যুতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস গভীর শোক প্রকাশ করছে। নিজ নিজ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও নিজ পার্টির সঙ্গে বাকি দেশসমূহের ভ্রাত্রীয় পার্টিগুলির সংহতি বন্ধনের কাজে এই কমরেডগণ তাঁদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশসাধনে এঁদের অবদান সুপরিজ্ঞাত। এই কংগ্রেস তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে।

।।৩।।

কমরেড অজয় ঘোষের মৃত্যুতে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অজয় ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান পার্টির প্রত্যেকটি সদস্য ও সুহৃদ কৃতজ্ঞতা ভরে স্বীকার করেন। বিভিন্ন সংকট-মুহূর্তে পার্টি যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, তা অতিক্রম করতে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতাকে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে একত্রীভূত করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় ও আন্তর্জাতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে অবদান রেখে গিয়েছেন, এই কংগ্রেস তা স্মরণ করছে। পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার যে কাজে তিনি সারা জীবন আত্মনিয়োগ, এই কংগ্রেস সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করছে।

।।৪।।

কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে

তামিলনাদের কমরেড শ্রীনিবাস রাও ও কমরেড জীবানন্দম, মহারাষ্ট্রের কমরেড ভি.ডি.চিতালে এবং পশ্চিমবঙ্গের কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর অকাল মৃত্যুতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস গভীর শোক প্রকাশ করছে। এঁদের মৃত্যুতে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপুল ক্ষতি হয়েছে।

।।৫।।

ড: রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পন্ডিত নেহরুর মৃত্যুতে

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড: রাজেন্দ্রপ্রসাদের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের অন্যতম অনন্যসাধারণ নায়ক ও ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরুর মৃত্যুতে এই কংগ্রেস গভীর থোক প্রকাশ করছে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রগতির পথে পরিচালিত করতে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরগুলিতে জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক অর্ন্তবস্তুতে সমৃদ্ধ করতে পন্ডিত নেহরু যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত। এই কঙগ্রেস উভয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছে।

।। ৬।।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গে পার্টির বহুসংখ্যক নেতাকে যাদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে এই কংগ্রেসের নির্বাচিত ডেলিগেট কারারুদ্ধ করার বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে এবং তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছে।

কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা রুল্‌স এর প্রয়োগ সর্বজনীনভাবে ধিক্কৃত হয়েছে অথচ এই আইনের ধারাবলে এই নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করা হল। সকলেই জানেন যে রুল্‌স এর বৈধতাই সুপ্রিম কোর্টের কাছে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট তাঁর বিচারে জরুরী অবস্থা না উঠে যাওয়া পর্যন্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে চূড়ান্ত রায়দান মূলতুবী রেখেছেন। এই অবস্থায় সরকারের কাছে থেকে অন্তত এইটুকু আশা করা যায় যে সরকার ভারতরক্ষা রুল্‌স প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে।

এইসব গ্রেপ্তার শুরু করা হয় কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে এবং গ্রেপ্তার করা হয় সেইসব নেতৃস্থানীয় কমরেডদের যারা এই কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছিলেন; এ থেকে বোঝা যায় যে কংগ্রেসকে সাবোতাজ করার অভিসন্ধিতে এইসব গ্রেপ্তার চালানো হয়। শাসক পার্টির যে কোনো অধিবেশন যখন যেখানে হোক না কেন, সেই সব অধিবেশনের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার সরকারীভাবে নানা সাহায্য দিয়ে তাকে ; অন্য দিকে আমাদের এই কংগ্রেসের পথে বাধা সৃষ্টি করা হল সুচিন্তিতভাবে; এই দুয়ের মধ্যে সরকারী মনোভাবের পার্থক্য অত্যন্ত জাজ্জল্যমান। (শীঘ্রই গুন্টুর এ-আই-সি-সি'র অধিবেশন হতে যাচ্ছে; সেই অধিবেশনের জন্য অন্ধ্র প্রদেশের সরকার বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছে)।

এই কংগ্রেস আশা করছে যে কেবল কমিউনিস্টরাই নন, কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য সহ সমস্ত গণতন্ত্রকামীরাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কার্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবেন এবং তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দাবি করবেন।

এই কংগ্রেস এ বিষয়ে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সৃষ্ঠ এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, এখানে সমবেত ডেলিগেটবৃন্দ এই কংগ্রেসের আলোচনাসূচিকে মূল পরিকল্পনা অনুসারেই সাফল্যপূর্ণ পরিণতিতে পরিচালনা করবেন।

।। ৭।।

বন্দীমুক্তি সম্পর্কে

এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত কমিউনিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও গণনেতাদের বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস তাঁদের সকলের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করে।

তাঁদের অনেকেরই মহারাষ্ট্র রাজ্যের, এবং দুই বৎসর ধরে কারারুদ্ধ। তাঁদেরই সঙ্গে বা তাঁদের কিছুদিন পরে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার মধ্যে অনেকেরই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এখনও এই কমরেডদের কারারুদ্ধ রাখার অর্থ মহারাষ্ট্র সরকারের প্রতিহিংসা ভিন্ন আর কোনো ভাবেই বর্ণনা করা যায় না।

আমেদাবাদে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে যুক্ত সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেককেই গ্রেপ্তার এবং কারারুদ্ধ করা হয়েছে। ভূপালেও হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডে শ্রমিক ধর্মঘটের সময়ে বহু সংখ্যক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এঁদের কেউই এখনো মুক্তিলাভ করে নি। আইনসিদ্ধ গণ-আন্দোলনকে দমন করা ভিন্ন এই ঘৃণ্য বিনা বিচারে আটক আইন প্রয়োগের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ইউ-পি'তে বিশেষ করে, কিছু কমিউনিস্টকে তাঁদের জেলা থেকে হয় বহিস্কৃত করা হয়েছে কিংবা তাঁদের স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনা এবং বিনাবিচারে আটক রাখার অন্য সমস্ত দৃষ্টান্তগুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, ভারতরক্ষা আইন বিরোধী দলগুলির আইনসিদ্ধ কার্যক্রম এবং সরকারের জন-বিরোধী নীতির প্রতিরোধে ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনগুলি দমন করার জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুতরাং যে ভারতরক্ষা আইনের ধারা অনুসারে এই গ্রেপ্তার এবং আটক চালানো হয়েছে এই কংগ্রেস তা বাতিল করে দেওয়ার দাবি করে।

এই কংগ্রেস গণ-আন্দোলনের সমস্ত অংশের কাছেই বন্দীমুক্তি ও ভারতরক্ষা আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের জন্য যোগদানের আবেদন জানায়।

।। ৮।।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার সম্পর্কে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস জোরের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করছে যে, কার্যত সংঘর্ষ-বিরতি অবস্থার দুই বৎসর পরেও জরুরী অবস্থা অব্যাহত রাখার কোন যুক্তি নেই। জরুরী অবস্থা কেবলমাত্র একটি কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে ; যখনই শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সমাজ এবং জনগণের অন্যান্য অংশ ও সরকারবিরোধী দলগুলি তাদের অধিকারের জন্য এবং একচেটিয়াপতি জমিদার, মুনাফাখোর ও ফাটকাবাজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তখন জরুরী অবস্থার নামে সেই সংগ্রামকে দমন করা হয়। জরুরী অবস্থা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য সপ্তম পার্টি কংগ্রেস দাবি জানাচ্ছে।

[।। ৯।। ও ।। ১০।। সংখ্যক প্রস্তাবদ্বয় যথাক্রমে "সপ্তম কংগ্রেসের ঘোষণা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির কাজ" স্বতন্ত্রভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।]

।। ১১।।

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে

ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা এখনও অমীমাংসিত থাকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

তেনালী কনভেনশন লক্ষ্য করেছিল যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লাদাকের সৈন্যমুক্ত এলাকায় কোনোও অসামরিক চৌকির অস্তিত্ব না থাকলে ভারত সরকার তার দাবি ক্ষুন্ন না করে চীনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভের প্রস্তাবটি আনুকুল্যে বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং অচলাবস্থা ভঙ্গ করার জন্য কনভেনশন চীন সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগ স্থাপনের দাবি উত্থাপন করেছিল। উপরন্তু কনভেনশন এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, উপরোক্ত ভিত্তিতে বা অন্য যে কোনো ভিত্তিতে আলোচনা আরম্ভের সম্ভাবনার রাস্তা অনুসন্ধানের জন্য ভারত ও চীন উভয় দেশের প্রতিনিধিবর্গের বৈঠকে মিলিত হওয়া প্রয়োজন।

এই কংগ্রেস এই কথা উল্লেখ করতে চায় যে, ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের কার্যকলাপের বিস্তৃতি, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ইঙ্গ-মার্কিন প্রচেষ্টা, সামরিক বা অন্যান্য কায়দায় এশিয়ার বহু দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিদারুণ হস্তক্ষেপ প্রভৃতি নির্লজ্জ কার্যকলাপের জন্যই আফ্রোশীয় এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে সজ্ঘবদ্ধতা আরও বেশী জরুরী হয়ে উঠেছে, এশিয়ার এই দুই বৃহত্তম দেশের সম্পর্কের এমন অচলাবস্থা কেবল মাত্র সেই সজ্ঘবদ্ধতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। উপরন্তু, এই অচলাবস্থা আমাদের দেশেও জনগণের উপর গুরুতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

এই জন্য এই কংগ্রেস, আলোচনা আরম্ভ করার গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে চীন সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে।

এই কংগ্রেস আশা করে যে, উভয় দেশের স্বার্থে সীমান্ত বিরোধের মীমাংসায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য চীন সরকারও তাঁদের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

।। ১২।।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিনন্দন

গত ৭ই নভেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের সভাপতিমন্ডলী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে নিম্নলিখিত বার্তা পাঠান :

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশন বর্তমানে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কংগ্রেস, মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৪৭-তম বার্ষিকী উপলক্ষে ইউ-এস-এস-আর'এর জনগণ ও সি-পি-এস-ইউ'র উদ্দেশ্যে আরম্ভিক সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছে। মহান নভেম্বর বিপ্লব সেই নতুন যুগের সূচনা করে - যে যুগ হচ্ছে - সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবলুপ্তির এবং মানবজাতির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। ইউ-এস-এস-আর এবং তার জনগণ সমস্ত ক্ষেত্রে যে সব সাফল্য অর্জন করেছেন সেগুলি সারা পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই কংগ্রেস এই কামনা করে যে কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যে সোভিয়েত জনগণ আরও সাফল্য অর্জন করুন। এই কংগ্রেস আস্থা রাখে যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবলুপ্তির গ্যারান্টি দেবে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করা থেকে যুদ্ধোন্মাদদের প্রতিহত করবে এবং স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করবে।

- জ্যোতি বসু, এ.কে.গোপালন, টি.নাগিরেড্ডী,
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
সপ্তম কংগ্রেসের সভাপতিমন্ডলী

।। ১৩।।

মতাদর্শগত পার্থক্য প্রসঙ্গে

গত ক'বছর ধরে মতাদর্শগত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে যে সমস্ত পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলি নিয়ে পার্টিতে কখনো পুরোপুরি আলোচনা হয়নি। বারংবার দাবি করা সত্ত্বেও ডাঙ্গে-চক্র অন্ত:পার্টি আলোচনা সংগঠিত করতে অস্বীকার করে এসেছে।

তেনালী সম্মেলন - এই কংগ্রেসে যে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আহূত হয়েছে, সেই সম্মেলন সঠিক ভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে উক্ত সম্মেলন ও বর্তমান কংগ্রেসের অন্তবর্তী স্বল্পকালের মধ্যে এইসব পার্থক্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব হবে না অথচ সঠিক সমাধানে আসতে হলে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অপরিহার্য।

এই কংগ্রেস এতদ্দ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছে যে কেন্দ্রীয় কমিটি যেন পার্টির অভ্যন্তরে মতাদর্শগত প্রশ্নাবলীর আলোচনা সংগঠিত করে এবং সে আলোচনা যেন অবশ্যই সংস্কারমুক্ত ভঙ্গিতে পরিচালিত হয়। কেবল সংস্কারমুক্ত আলোচনার ভিত্তিতেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে এবং এইভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠায় নিজের অবদান যোগ করতে পারে।

।। ১৪।।

কেরালা নির্বাচন সম্পর্কে

যে পরিস্থিতিতে কেরালায় আর.শঙ্করের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করল এবং ঐ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তা থেকে বুঝা যায় যে রাজনৈতিক সংকট কেরালায় এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যা দেশের আর কোথাও হয়নি।

একটার পরে আরেকটা নির্বাচনে কেরালায় নির্বাচকমন্ডলী কংগ্রেসকে প্রত্যাখান করছেন ; ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেখানকার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে কংগ্রেস সেখানে শানকার্য পরিচালনা করতে অক্ষম। ১৯৬০ সালের নির্বাচনের পূর্বে অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বরেই কংগ্রেস সেখানে একটি কোয়ালিশন সরকার খাড়া করতে পেরেছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালের নির্বাচিত আইনসভার আমলেই ঐ কোয়ালিশন ভেঙে যায়। কোয়ালিশনের এই ভাঙনের পরে খোদ কংগ্রেসের মধ্যেই বিভেদ দেখা দেয়, যার ফলে সেখানকার কংগ্রেস আজ খোলাখুলি দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই বাস্তব পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে বিরোধী দল হিসাবে কাজ করার পরিবর্তে, কংগ্রেস সেখানে শাসক দল হিসাবে থাকবার জন্য গোঁ ধরেছে। সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসছে ; তিনি বলেছেন, কংগ্রেস যদি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বেরিয়ে আসতে না

পারে তা হলে কেরালায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন চলতে থাকবে। কংগ্রেস সভাপতির এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আর. শঙ্করসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা সেটার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন।

উক্ত রাজ্যের সংবিধানসম্মত ভাবে নির্বাচিত সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস পার্টি যে সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তার পটভূমিকায় কংগ্রেস সভাপতি ও অন্যান্য নেতাদের এই বক্তব্য ও পুনরাবৃত্তির একটি মাত্রই অর্থই হতে পারে ; তা এই যে রাজ্যের শাসন বল্‌গা যাতে কিছুতেই অন্য কোন পার্টির বা পার্টিসমষ্টির হাতে না যেতে পারে তার জন্য কংগ্রেস দৃঢ়সংকল্প।

কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস এ বিষয়ে নি:সন্দেহে যে কংগ্রেস নেতারা তাঁদের এই মনোভাব যতই আঁকড়ে থাকুন না কেন, কেরালার জনগণ তাঁদের মুখের মতো জবাব দেবেন। সপ্তম কংগ্রেস আশা করে যে, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও অন্যান্য বাম-গণতান্ত্রিক পার্টি, গ্রুপ ও ব্যক্তিবৃন্দকে নিয়ে যে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, সে চেষ্টা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফলবতী হবে এবং সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট ও আসন লাভ করে একটি স্থায়ী সরকার গঠনের সক্ষমতা অর্জন করবে। এই কংগ্রেস এ ব্যাপারে নি:সন্দেহে যে যদি এই আশা বাস্তবে পরিণত হয়, তাহলে যুক্ত মোর্চার সরকার যাতে করে পুরো পাঁচ বছরের মেয়াদ শাসনকার্য পরিচালানা করতে পারে গোটা দেশের গণতান্ত্রিক জনমত তার ব্যবস্থা করবে।

এই কংগ্রেস আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে যুক্ত মোর্চা গঠনের চেষ্টা ইতিমধ্যেই আংশিক ভাবে ফলবতী হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি, ডাঙ্গে-চক্র, আর.এস.পি-র প্রতিনিধিবৃন্দ কেরল মোর্চার গঠন (উক্ত তিনটি পার্টি + সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক দল + কর্ষক তোঝিলালি পার্টি + নির্দলীয় প্রগতিশীল ব্যক্তিবৃন্দ) সম্পর্কেই যে একমত হয়েছেন, কেবল তাই নয়, তাঁরা মিলিতভাবে যুক্ত মোর্চা সরকারের কর্মসূচিও রচনা করেছেন। এই কংগ্রেস আশা করছে যে এই সাফল্য এবারে প্রত্যেক পার্টি ও গ্রুপের রাজনৈতিক প্রভাবের অনুপাতে এবং সেই সঙ্গে "দেওয়া-নেওয়ার" ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আপস রফার মারফতে আসন বন্টনের নীতি গ্রহণের দ্বারা পরিপোষিত হবে।

উক্ত রাজ্যের কমরেডরা কিভাবে অন্যান্য দল ও ব্যক্তির সঙ্গে আপস-আলোচনা চালিয়েছেন এবং কিভাবে তাঁরা তা চালিয়ে যেতে চান তৎ সংক্রান্ত রিপোর্ট শুনবার পরে এই কংগ্রেস কেরালার কমরেডদের অনুসৃত কর্মধারাকে অনুমোদন করছে।

ডাঙ্গে-চক্রের নেতৃত্বের একটা অংশ যে বিঘ্নমূলক কর্মকৌশল অবলম্বন করেছে, এই কংগ্রেস তা লক্ষ্য না করে পারে না।

প্রথম পর্যায়ে যখন আমাদের কেরালা-কমরেডরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুক্ত মোর্চার আহ্বান জানান, তখন ডাঙ্গে চক্রের ধুয়ো ছিল "বিভেদকারীদের সঙ্গে কোনো আলাপ নয়।"

পরে যখন তাঁরা এই নেতিবাচক মনোবাব পরিহার করে নীতিগত ভাবে যুক্ত মোর্চাকে গ্রহণ করলেন, তখন তাঁরা আরেকটি অবাস্তব সমস্য তুললেন, তাঁরা মিথ্যা করে রটাতে লাগলেন যে আমরা নাকি "মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত মোর্চার" তকালতি করছি।

যখন এটাও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হল এভং মিলিত কর্মসূচিতে গৃহীতব্য প্রত্যেকটি কর্মনীতি বিষয়ক ব্যাপার সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ডাঙ্গে-চক্রের নেতৃত্বের একটি অঙশ নতুন আরেকটি প্রশ্ন তুলল-চীনকে আগ্রাসনকারী বলে ঘোষণা করার প্রশ্ন। যুক্ত মোর্চা কমিটিতে আলোচনা কালে তাঁদের প্রতিনিধিরা আগে কখনো এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি ; এ থেকেই বুঝা যায় যে যুক্ত মোর্চা গঠনের চেষ্টাকে বানচাল করার জন্যই এখন তাঁরা এই প্রশ্নটি তুলছেন।

সবচেয়ে বড় কথা, যুক্ত মোর্চার প্রত্যেকটি অঙ্গ-দল তার প্রভাবের অনুপাতে আসন পাবে - আসন বন্টনের এই যে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ নীতি, এই নীতি গ্রহণেও তাঁরা অস্বীকার করছেন।

যাই হোক, এই কংগ্রেস আমা করে যে কেরালার জনসংখ্যার সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংমের সুস্থ মনোভাব ডাঙ্গে-চক্রের ঐক্যবিরোধী কলাকৌশলকে রোধ করতে সক্ষম হবে। এই কংগ্রেস আরো আমা করে যে পার্টির, সেইসব সাধারণ সদস্য ও সহনাভূতিশীল ব্যক্তি - যাঁরা এখনো ডাঙ্গে-চক্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের নেতারা যদি এই মনোভাবে অটল থাকেন এবং তার ফলে যদি যুক্ত মোর্চা ভেঙে যায়, তা হলে তার জন্য সরাসরি তাঁরাই দায়ী হবেন, তাঁদের উপরেই আঘাত আসবে।

এই কংগ্রেস এটাও লক্ষ্য করছে যে, যে-তথাকথিত বিদ্রোহী কংগ্রেস সদস্যরা শঙ্কর-মন্ত্রীত্বের পতনের পরে তথাকথিত "কেরালা কংগ্রেস" খাড়া করেছেন, তাঁরাও নতুন ধাঁচে সেই পুরনো মর্যাদাচ্যুত কংগ্রেস রাজত্বকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। এই নতুন সংগঠনের নেতারা এই ঘটনা গোপন করেন না যে কর্মনীতির ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের কোনো মতপার্থক্য নেই, কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কোন কোন জন কংগ্রেস সংগঠনের জন-বিরোধী নীতিগুলি কার্যকরী করবে - মতপার্থক্য কেবল তাই নিয়ে। তাঁরা এটাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, ১৯৫৯-১৯৬০ সালে তাঁরা যে কমিউনিস্ট বিরোধী কোয়ালিশন গঠন করেছিলেন, আসন্ন নির্বাচনেও তাঁদের উদ্দেশ্য হবে সেই একই পুরনো কোয়ালিশন গড়ে তোলা ; একমাত্র পার্থক্য যেটা হবে তা এই যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে শঙ্কর কোম্পানির আসন না থেকে থাকবে তাঁদের নিজেদের গ্রুপের আসন।

এই কংগ্রেস আরো লক্ষ্য করছে যে কংগ্রেস সদস্যদের এই নতুন গ্রুপটি ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনী চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ও অন্যান্য অকমিউনিস্ট দলের সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করতে চেষ্টা করছে। এই কংগ্রেস আশা করে যে, কেরালার জনগণ এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ ও ব্যক্তি এটা উপলব্ধি করবেন যে কংগ্রেস সরকারের জায়গায় এমন একটি "অ-কংগ্রেস সরকারের প্রতিষ্ঠার রাজ্যের কোনো সমস্যা সমাধান করতে পরবে না, কেবল একটি নতুন সরকারই - কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল গ্রুপ ও ব্যক্তিদের উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন সরকারই - এই রাজ্যে স্থায়িত্বশীল হতে পারে এবং জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক কর্মনীতি অনুসরণ করতে পারে।

সারা দেশের সমস্ত পার্টি-সদস্য ও বন্ধুদের কাছে এই পার্টি কঙগ্রেস আবেদন করছে যে তাঁরা যেন নির্বাচন সঙগ্রামে লিপ্ত কেরালার কমরেডদের সর্বতোপ্রকারের সাহায্য ও সমর্থন প্রেরণ করেন।

।। ১৫।।

খাদ্য ও উচ্চমূল্য সম্পর্কে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস দেশের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাম করছে। কেরালায় চাল আজ অপ্রাপ্য। দেশের অন্যান্য অংশে চাল, গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের কালোবাজারী মূল্য এমন পরিমাণে বর্ধিত হয়েছিলো সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী যথা ডাল, রন্ধনযোগ্য তেল, আরতকারী মাছ ও কাপড় প্রভৃতির মূল্যও তীব্রভাবে বর্ধিত হয়েছে। অধিকাংশ শহর এবং নগরীর জনসাধারণকেই (সপ্তাহে মাত্র একটি দিনের পক্ষেই উপযুক্ত এমন) সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য তাদের সুদীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যয় করতে হচ্ছে, এবং ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতীক্ষার পর তাও আবার অধিকাংশ মানুষকেই রিক্তহস্তে দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানের তীব্র সংকটের সমস্তরকম দায়িত্বই চতুর্দিক দিয়ে সম্পূর্ণত সরকারের। কৃষিব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তের সরকারী ব্যর্থতাই কৃষি উৎপাদন বদ্ধ পর্যায়ে রেখেছে। যে মজুতদার এবং ফাটকাবাজের দল সাধারণ মানুষের প্রধানতম অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এবং দেশের অর্থনীতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে সেই মজুতদার এবং ফাটকাবাজের দলকেই সরকারী কর্মনীতি উৎসাহিত করেছে, তাদের বলগামুক্ত করে দিয়েছে। বিরোধীদলগুলির পুন: পুন: সতর্কবাণী সত্ত্বেও সরকার তাদের চূড়ান্ত উদাসীনতাই প্রদর্শন করেছেন।

মূল্য হ্রাসের দাবিতে এবং মজুতদার ও ফাটকবাজদের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করবার জন্য সরকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপ দাবি করে যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারী মিছিল, ঘেরাও, হরতাল, শিল্প এবং রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কঙগ্রেস তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

সংগ্রামের পর সংগ্রামের বিপুল জোয়ারের মুখোমুখি হতে না পেরে সরকার মূল্য হ্রাসের জন্য তাদের দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কাজে তাঁরা যা করেছেন তার সবই হল মুখ্যমন্ত্রী, সরকারী কর্মচারী, এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক মুজতের পরিমাণ সম্পর্কে বিবৃতি প্রকাশের নির্দেশনামার প্রচার এবং মূল্য নির্ধারণের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে, এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি কেবলমাত্র একটা নিছক বাগাড়ম্বর এবং

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে তা সফল হয় নি। অপরপক্ষে, এই সমস্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণের ঘোষণা প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র পরিস্থিতি বিশেষ করে কেরালা এবং মাদ্রজে তা আরও ভীষণতর তীব্র হয়ে উঠেছে।

খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে দশ লক্ষ বা তার অধিক জনসংখ্যা অধ্যুসিত নগরীগুলিতে বিধিবদ্ধ রেশনিং এবং সমগ্র কেরালা রাজ্যেই বিধিবদ্ধ বা অনানুষ্ঠানিক রেশনিং প্রবর্তন করা হবে। কিন্তু এই ঘোষণা প্রকাশের দুই সপ্তাহ পরেও গত ২ শে অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে শেষ বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হল না। গুন্টুরে মাখ্যমন্ত্রীদের পরবর্তী আরেকটি সভার জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণ মুলতুবী রাখা হল। এবং গুন্টুরেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পুনরায় মুলতবী রাখা হল। জনগণের নিদারুণ কষ্টভোগের প্রতি শাসক পার্টির গুরুত্বদানের একান্ত অভাবই সারাভারত কংগ্রেস কমিটির গুন্টুর প্রস্তাবে উদঘাটিত হয়। অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই তা সমস্ত অংশের তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

মাসের পর মাস ধরে মজুতদার এবং ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে দৃঢ ব্যবস্থা অবলম্বনের ঘোষণা প্রচারের পর, শেষ পর্যন্ত সরকার এমন একটা অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন, যার বিধান হল বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের ইচ্ছানুসারে সর্বাধিক একবৎসরকাল মাত্র কারাবাস এবং জরিমানা। এই অর্ডিন্যান্স একটা নিছক বাগাড়ম্বর মাত্র এবং তা মজুতদার, ফাটকাবাজ ও ভূস্বামীদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বের পরিচয়ই উদ্ঘাটিত করে।

অপর দিকে, মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে জনতা যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করল, বহুস্থানে সরকার তখন নির্মম হাতে তাদের উপর গুলিবর্ষণ ও লাঠিচালনা করলেন, হাজার হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করলেন এবং কোনো বিধিসংগত আইনের ধারাবর্জিতভাবে শত শত মানুষকে ভারতরক্ষা আইনে আটক করেছেন। এইভাবে দেখা যায় যে, মজুতদার, ফাটকাবাজ, ভূস্বামী এবং মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে ক্ষমতার দিক থেকে কোনো বাধা ছিল না। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেন। কারণ, সরকার নিজেই তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং নির্ধারণ করা হয় খুবই চড়া হারে তখনো কৃষকদের ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার কেন অস্বীকার করেন তার কারণ এই ঘটনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং এই নির্ধারিত মুল্য কিষাণ বা জনসাধারণ কারোর পক্ষেই নয়, একমাত্র ভূস্বামী এবং দালালদের পক্ষেই লাভজনক।

এবং পুনরায় বলতে গেলে, এই হচ্ছে তার কারণ যে, খাদ্যশস্য কমিটির সুপারিশ এবং ১৯৫৮ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সারাভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব সত্ত্বেও সরকার খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা গ্রহণে কেন অস্বীকার করছেন।

প্রস্তাবিত খাদ্যশস্য কর্পোরেশন ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে সরকারের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের অনিচ্ছাই উদ্ঘাটিত করে দেয়। কর্পোরেশন কেবলমাত্র অতি সামান্য পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত শস্য সংগ্রহ করবে এবং বাকি সমস্ত অংশটাই ছেড়ে দেবে ফাটকাবাজ আর মজুতদারদের হাতে।

ভূস্বামী , মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্য, কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং জনসাধারণকে ন্যায্যমূল্যে যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস দাবি করে।

(১) অবিলম্বে ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাদ্যশস্যের পাইকারী [ব্যবসার নিষিদ্ধকরণ এবং খাদ্যশস্যের পাইকারী] ব্যবসার উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে।

(২) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

(৩) দৈনিক মাথা পিছু যথাযথ মূল্যে এক পাউন্ড খাদ্যশস্য যোগানে প্রতিশ্রুতি সমেত সমস্ত শহরাঞ্চলে রেশনিং প্রবর্তন এবং সমস্ত গ্রামাঞ্চলেও যোগানের প্রতিশ্রুতি সমেত ন্যায্যমূল্যের দোকানের প্রবর্তন।

(৪) রেশন এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি পরিচালন ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য সর্বদলীয় জনপ্রিয় কমিটি গঠন।

এই দাবিগুলির পেছনে সমবেত হয়ে আরও বৃহত্তর ঐক্য এবং উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালিত করে সরকারের জনবিরোধী নীতিকে পরাস্ত করার জন্য এবং এই দাবিগুলিকে তাদের স্বীকার করতে বাধ্য করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়।

।। ১৬।।

বোনাস সম্পর্কে

গত দুই দশকের তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের দেশের শ্রমিশ্রেণী বোনাসের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন ; সেই বোনাসের প্রশ্নে সাম্প্রতিক কালে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস গভীর উদ্বেগ বোধ করছে।

বোনাস কমিশনের সুপারিশসমূহ এই বছরের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সব সুপারিশে একদিকে যখন লাভ-লোকসান-নির্বিশেষে বোনাসের ন্যূনতম পরিমাণের নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তখন পেড্ আপ ও ওয়াকিং ক্যাপিটালের (paid up and working capital) রির্টান-এর (return) হার বৃদ্ধি পূর্ববর্তী লেবর অ্যাপেলেট্ ফর্মুলার পটভূমিকায় ডোনেশনকে ‘প্রায়র চার্জ’ (prior charge) হিসাবে স্বীকৃতি দান ইত্যাদির আকারে মালিকদেরও (employers) বহু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এইসব সুপারিশের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বেশ একটা অংশের বোনাসের কোনো বৃদ্ধি ঘটবে না ; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে বোনাসের পরিমাণ করে যাবে।

মালিকেরা অবশ্য এইসব সুযোগ-সুবিধাতেও সন্তুষ্ট হন না, বোনাস বা কমিশনের ফর্মুলাকে জোলো করে দেবার জন্য তাঁরা সরকারের উপরে চাপ আনেন। যদিও সুপারিশগুলি মোটের উপরে মারিকদেরই অনুকূলে, তবু কিন্তু তাঁদের প্রতিনিধিরা একগাদা মতপার্থক্য লিপিবদ্ধ করান। সে যাই হোক, এই কংগ্রেস দু:খের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে শ্রমিক-প্রতিনিধিদের কেউই কোনো মতপার্থক্য লিপিবদ্ধ করাননি। এই ব্যাপারে কয়েকজন রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রগত এরাকার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কয়েকটি পরিচালকসংস্থা ব্যক্তিগত এলাকার মালিকদের সমর্থন করেন। এর পলে বোনাস কমিশনের সুপারিশসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার বিলম্ব করেন। সে যাই হোক, শেস পর্যন্ত সিদ্ধান্ত যখন ঘোষিত হল, তখন শ্রমিকেরা সবিস্ময়ে দেখলেন যে একমাত্র বোনাসের ন্যূনতম পরিমাণটি ছাড়া সরকার একচেটিয়া করবারী ও রাষ্ট্রগত এলাকার পরিচালক-সংস্থাসমূহের প্রণোদনায় বোনাস কশিশনের ফর্মুলাটিরও সঙশোধন করেছেন।

লেবর অ্যাপেলেট-ট্রাইবুন্যাল-এর কুখ্যাত ফর্মুলাটিতে পেড্আপ ক্যাপিটাল ও ওয়াকিং ক্যাপিটালের উপরে যথাক্রমে শতকরা ৬ ভাগ এবং শতকরা ২ ভাগ রিটার্ন মঞ্জুর করা হয়েছিল। বোনাস কমিশন সেটাকে বাড়িয়ে করেন শতকরা ৭ ভাগ ও ৪ ভাগ। সরকার আবার সেটাকেও বাড়িয়ে করেছেন যথাক্রমে শতকরা ৮.৫ ও ৬ বাগ। এইভাবে যে উদ্‌বৃত্তের উপরে শ্রমিকদের বোনাস হিসাব করা হয়, তার বড় অংশটাই কেটে নেওয়া হল।

আয়কর আইনে ক্ষয়ক্ষতির-এর যে হার মঞ্জুর করা হয় সেটাও বেশ চড়া এবং মালিকেরাও এই বাবদে কোম্পানির অর্থের একটা বড় অংশ আত্মসাৎ করতেন। বোনাস কমিশনের সুপারিশ এবং সরকারের সিদ্ধান্ত মালিকদের ক্ষয়ক্ষতি ও ট্যাক্সের নামে বড় বড় টাকার অঙ্ক আত্মসাৎ করবার সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও পুর্নবাসনকে প্রায়র চার্জ হিসাবে বাইরে রাখা হয়েছে, তবু এই দুটি ধারা মালিকদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিয়েছে।

এইভাবে উদ্‌বৃত্ত অর্থের বড় অংশটা মারিকদের পকেটে যাবার পরে বাকি যা থাকবে তা শতকরা ৬০ ভাগ ও ৪০ ভাগ হিসাবে শ্রমিক ও মালিকদের মদ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রেও অবশ্য ‘সেট্ অন’ ও ‘সেট্ অফ্’ পদ্ধতিকে এমন ভাবে কাজে লাগানো হবে যাতে করে বোনাসের পরিমাণ শ্রমিকের মোট বার্ষিক আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী না হয়। যে দেশে মুনাপার কোন উধর্ব সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি, শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো মজুরিও দেওয়া হয়না, সে দেশে এই ধরণের অবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর দিক থেকে সম্পূর্ণ আপত্তিকর।

সুতরাং, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে একমাত্র সেইসব শ্রমিকই উপকৃত হবেন যাঁদের মোটেই কোনো বোনাস দেওয়া হয়না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যেখানেই দুর্বল, সেখানেই মালিককেরা চেষ্টা করবেন শ্রমিকদের এমনকি ন্যূনতম পরিমাণ বোনাস থেকেও বঞ্চিত করতে। বহুসংখ্যক কারখানাতে শ্রমিকেরা তাঁদের বার্ষিক মজুরির শতকরা ৪ ভাগের বেশী বোনাস হিসাবে পেয়ে আসছেন, সারকারের সুপারিশ থেকে এঁদের কোনো সুবিধা হবে না।

গত বছর দেশের মূল্যমান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ; শতকরা শতভাগ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকায় এই শতকরা ৪ ভাগ আয়বৃদ্ধিও সেইসব শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতিবিধানে সক্ষম হবে না সেইসব শ্রমিকদের যাঁরা আগে থেকে কোনো বোনাস পাচ্ছিলেন না। শ্রমিকদের মোট বার্ষিক আয়ের শতকরা ৪ ভাগের বেশী বোনাস দিতে মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করবেন। ফলে ন্যূনতম পরিমাণ বোনাস দেওয়াটা ব্যতিক্রম না হয়ে, রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে।

এই কারণে এই কংগ্রেস দাবি করছে যে বোনাস কমিশন সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ করা হোক এবং বোনাস কমিশন মালিকদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে সেইসব সুযোগ-সুবিধা এবং সরকার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। যেহেতু কোম্পানিগুলির ব্যালান্সশীটে নানারকমের কারচুপি করা হয় এবং শ্রমিকদের তা চ্যালেঞ্জ করবার অধিকার থাকে না, সেইহেতু মালিকদের জন্য সরকার যে মুনাফার হার মঞ্জুর করেছেন, তার ফলে আয়বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে এখনি যে উচ্চ মুনাফা হার চালু আছে তা ক্রমেই উচ্চতর হতে থাকবে। শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এই যে সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে তার প্রতি সরকারের মনোভাব অত্যন্ত জাজ্জ্বল্যমান ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সরকারের বহু ঘোষিত সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যগুলি একেবারেই শূণ্যগর্ভ। এই কংগ্রেস দাবি করছে যে বোনাসের প্রশ্নটিকে নতুন করে বিবেচনা করা হোক এবং শ্রমিকদের স্বর্থকে স্মরণে রেখে সন্তোষজনক ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করা হোক। কেবল সরকারের সিদ্ধান্তের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলেই কোনো বিলা শ্রমিকদের কাছে সন্তোষজনক হয় না। সরকার যে সমস্ত অদল বদল করেছেন তার বিরুদ্ধতা করার জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যে সিদ্ধান্ত করেছে, তার ফলে উচ্চতর পরিমাণে বোনাসের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ; এই কংগ্রেস উক্ত সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে অবিলম্বে এই ঐক্যবদ্ধ মনোভাবকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করতে হবে। এই কারণেই এই কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান জানাচ্ছে বোনাসের প্রশ্নে দেশজোড়া এক আন্দোলনে সামিল হবার জন্য এবং শ্রমিকদের নিম্নলিখিত জরুরী দাবির পিছনে লাখে লাখে শ্রমিকদের জমায়েৎ করবার জন্য :-

(১) সেমি-গভর্নমেন্ট, কোয়াসি-গভর্নমেন্ট ও বিভাগীয় ভাবে পরিচালিত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলির যেমন, রেলওয়ে, লাইফ ইন্সিঅরেন্স কর্পোরেশন, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ইত্যাদির কর্মীবৃন্দসহ সমস্ত শিল্পের শ্রমিকদেরকে তাঁদের বাৎসরিক আয়ের শতকরা ১০ ভাগ অবিলম্বে ন্যূনতম বোনাস হিসাবে দিতে হবে।

(২) ন্যূনতম বোনাসের বাড়তি বোনাস হিসাব করবার সময়ে কোম্পানিকে মাত্র 'নোশন্যাল নর্ম্যাল ডিপ্রিসিয়েশন', (Notional Normal Depreciation) 'প্রায়র চার্জ হিসাবে পেড্‌আপ ক্যাপিটালের শতকরা ভাগ রিটার্ন ও ট্যাক্‌স বাদ দিতে দেওয়া হবে এবং কোম্পানির মোট মুনাফার ভিত্তিতে বোনাস দানের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

(৩) বোনাসের ক্ষেত্রে কোনো উর্ধ্ব সীমা বেঁধে দেওয়া চলবে না।

(৪) গোটা বোনাস নগদ টাকায় এবং এক থোকে দিতে হবে।

।। ১৭।।

বর্মা থেকে প্রত্যাগত ভারতীয় সম্পর্কে

বর্মা থেকে প্রত্যাগত ভারতীয়দের পুর্নবাসনের তথা তাদের মাতৃভূমিতে নতুন জীবনে সংস্থাপনের সমস্যাটি সরকারের কাছ থেকে যে দ্রুত ও বিস্তারিত মনোযোগ পাওয়া উচিত, তা এখনো পায় নি ; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

খবর পাওয়া গিয়েছে যে উদ্বাস্তু শিবিরগুরিতে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় কিছু লোকের মৃত্যু হয়েছে। নানা দুখ:দুর্দশা সহ্য করে যারা এই আশা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন যে এখানে পেশা বা কর্মসংস্থানের সুরাহা হবে, তাঁদের সে আশা একেবারে ভেঙে গিয়েছে এবং অনিশ্চিত ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাঁদের গ্রাস করে রয়েছে। খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, তাঁদের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হয়ে উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে দিয়েছেন এবং যাবার মতো কোন ঠাঁই না তাকায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

যথাযোগ্য কর্ম সঙস্থান না করতে পারা পর্যন্ত তাঁদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়, নিরাপত্তা ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কৃষি-মজুর ও গরিব চাষী তাঁদের মধ্যে যথাসাধ্য কৃষিজমি বিলি করতে হবে এবং কৃষিকাজ শুরু করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দিতে হবে।

সমস্যাটি যে জটিল তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের এই মহান দেশ একথা বলতে পারে না যে আমাদের এই ভাই-বোনদের গ্রহণ করতে, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সে অক্ষম।

বর্মা থেকে প্রত্যাগত ভারতীযদের এই জরুরী সমস্যার প্রতি আশু ও অত্যাশ্যক মনোযোগ দেবার জন্য কমিউনিস্ট

পার্টির এই কংগ্রেস সরকারের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে। যথোপযুক্ত পুর্নবাসনের জন্য এঁদের যে দাবি, সেই দাবির প্রতি এই কংগ্রেস তার সমর্থন ঘোষণা করছে।

।।১৮।।

কেরালায় উচ্ছেদ

বিভিন্ন উন্নয়ন-প্রকল্পের পরিধিভুক্ত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে ৩০,০০০ কৃষককে উচ্ছেদ করার আশংঙ্কা দেখা দিয়েছে ; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস এঁদের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করছে।

উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প সফলভাবে রূপায়িত হোক - এই ব্যাপারে দেশবাসীর অন্যান্য অংশের মতো এই কৃষকেরাও আগ্রহমীল। তাঁরা কেবল দেখাতে চাইছেন, যে ভিটেমাটি তাঁদের সারা জীবনের শ্রম-সাধনার সঙ্গে জড়িত, সেখান থেকে উচ্ছিন্ন হলে তাঁদের কত দু:খ-দুর্দশার মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। যে যে বিকল্প এলাকার কথা তাঁদের বলা হয়েছে, সেগুলি আয়তনে এত ছোট ও গুণমানে এত নিকৃষ্ট, এবং যে-ক্ষতিপূরণের কথা তাঁদের বলা হয়েছে তা পরিমাণে এত স্বল্প যে সে সব এলাকায় তাঁরা কিছুতেই নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে না।

একেই তো কেরালা একটি জনবহুল রাজ্য, তার উপরে যদি এঁরা উচ্ছিন্ন হন তা হলে এঁদের পুর্নবাসনের ব্যাপার এত বেশী সমস্যাসংকুল হয়ে উঠবে যে কেরালার সারকারের পক্ষে সেগুলির সমাধান করা সম্ভব হবে না ; স্বভাবতই এই হতভাগ্য মানুষগুলির দু:খ-দুর্দশা হবে আরো ঢের বেশী। অতএব এই কংগ্রেস দাবি করছে যে এই সমস্যার সমাধানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ নজর দিক এবং রাজ্য সরকারকে সাহায্য করুক।

।।১৯।।

বর্মা থেকে প্রত্যাগত ভারতীয় সম্পর্কে

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদকের পদে ক্রুশচভ যতদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন ধরে ভ্রাতা পার্টিগুলির সম্পর্ক, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই বৃহত্তম শরিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ভাঙনের কিনারায় উপনীত হয়েছিল, এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ঐক্য ক্রমেই ব্যাহত হচ্ছিল।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্য একটা যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল, তেমনই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই অনৈক্য এবং ফাটল সাম্রাজ্যবাদী ও সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার ভিন্ন আর কিছুই করেনি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস লক্ষ্য করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত নেতৃত্বস্থানীয় পদ থেকে এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ থেকে ক্রুশচভের অপসারণের পর সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উন্নতির লক্ষন দেখা যাচ্ছে।

এই কংগ্রেস আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদগুলি অতিক্রম করে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আশাভঙ্গ করার জরুরী প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কংগ্রেস আশা করে যে, ১৯৬০ সালে ৮১ পার্টির মস্কো-সম্মেলনের স্বীকৃত পদ্ধতি সুদৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে এই মতাদর্শগত পার্থক্য অতিক্রমের মাধ্যমে ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হবে। এই ঐক্য সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য এবং বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত ও নিরাপদ রাখার জন্য নিশ্চিত্তম গ্যারান্টি। সেই দিকে পরিচালিত সমস্ত রকম ব্যবস্থাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করবে।

।।২০।।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট গুরুতর পরিস্থিতির প্রতি ভারতের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কেবলমাত্র এই অঞ্চলের জাতিসমূহের স্বাধীনতাই ক্ষুন্ন করছে না ; পরন্তু তারা বিশ্ব শান্তিকেও বিপন্ন করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনামে ব্যাপক সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছে : তাছাড়াও তারা জেনেভা চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য প্রথম থেকেই লাওসীয় দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলিকে উৎসাহ দিয়ে আসছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে এভং তাদের সামরিক সাহায্যে দক্ষিণপন্থী শক্তিরা সুফানুভং ও তাঁর সাথীদের গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করেছিল, এবং সমগ্র লাওসে, বিশেষবাবে প্যাথেট লাওস অঞ্চলে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির শক্তিসমূহের কাছ থেকেই নয়, সমগ্র আফ্রোশীয় জাতিসমূহের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন।

ভারত সরকার কর্তৃক মালেশীয় সরকারকে সমর্থনের মধ্যেই তাঁদের এই মনোভাব আরও বেশী স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। প্রথমত : ভারত সরকার এটা দেখতে অগ্রাহ্য করছেন যে, এক দশক ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের পরেও মালয়ের মুক্তি বাহিনীকে দমন কররে ব্যর্থতার পরেই ব্রিটিশ সরকার তঙ্কু আবদুর রহমানকে প্রধান করে মালেশীয় সরকার খাড়া করে। ব্রিটিশ সরকার এখনও মালয়ে তাদের সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন রেখেছে এবং মুক্তি বাহিনীকে দমনের কাজে তাদের ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়ত : ব্রিটিশরাই সংশ্লিষ্ট জনগণের ইচ্ছা অনুধাবন না করেই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের দখল বজায় রাখার জন্য মালয়ের সঙ্গে সারাওয়াক এবং বোর্নিও-র উত্তর কালিমানটন (সাভা) অঞ্চলকে জুড়ে দিয়ে মালেশিয়ার সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত : ব্রিটিশরা মালয়ে তাদের ঘাঁটি থেকে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের এবং পরবর্তীকারে ইন্দোনেশায় প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার জন্য ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্রোহীদের সাহায্য দেয়। স্বভাবত: ইন্দোনেশিয়ার জনগণ ও ইন্দোনেমিয়ার সরকার অনুভব করেন যে - কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের দখল বজায় রাখার জন্যই নয়, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত করার জন্যও মালয়েশিয়ার সৃষ্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের একটি পদক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। তাই উত্তর কালিমানটানের জনগণ যখন ব্রিটিশদের চাপানো মালেশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন, ইন্দোনেশিয়ার সরকার তাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে, ভারত সরকার কর্তৃক মালেশীয সরকারকে পুরোপুরি সমর্থন জানাতে আফ্রোশীয় জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তির কাছ থেকে ভারত সরকারকে আরও বেশী বেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেই সাহায্য করেছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই কংগ্রেস দাবি করছে যে, এই সব প্রশ্নে এবং বিশেষভাবে কায়রো সম্মেলনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার নিজেদের মনোভাব আবার পর্যালোচনা করুন এবং যাতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সরে যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তাদের নিজেদের দেশ থেকে ৭,০০০ মাইল দূরে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কোন কাজ থাকতে পারে না।

।। ২১।।

ভিয়েৎনাম সম্পর্কে

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারী ও তাদের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির গৌরবময় যুদ্ধে ব্রতী দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বীর জনগণের প্রতি এই কংগ্রেস আন্তরিকতম অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি গণ-সেনার হাতে দিয়েন-বিয়েন-ফু'তে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী বাহিনীর পরাজয়ের পরে ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলনে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত দেওয়া হয়, তাতেই ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ভিয়েৎনামে সপ্তদশ সমান্তরাল রেখাকে যুদ্ধ-বিরতি রেখা বলে চিহ্নিত করা হয় ; উক্ত চুক্তিতে একথাও স্থিরীকৃত হয় যে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিয়েৎনামের উভয় অংশকে একত্রিত করা হবে। জেনেভা চুক্তির ধারাগুলি রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য ভারতকে সভাপতি করে এবং পোল্যান্ড ও ক্যানাডাকে সদস্য হিসাবে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশনও নিযুক্ত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদিও জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে অস্বীকার করে, তাহলেও এই অঙ্গীকার করে যে সে উক্ত চুক্তির ধারাগুলি মেনে চলবে। কিন্তু নিজের অঙ্গীকার পুরোপুরি ভঙ্গ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটির পরে আরেকটি সরকারকে সমর্থন করতে থাকে যাতে করে এই সরকারগুলো ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যোদ্ধাদের উপরে দমন-পীড়ন চালাতে সক্ষম থাকে ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সরকারগুলোকে প্ররোচনা দিতে থাকে যাতে দেশের ঐক্যবিধায়ক নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হতে পারে ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সরকারগুলোকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বহু সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে, শেষ পর্যন্ত প্লেন ও হেলিকপ্টার সমেত ২০ হাজারেরও

বেশী সশস্ত্র মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করে যাতে করে তারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনগণের মুক্তি সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

গোটা গোটা গ্রাম পুড়িয়ে দেবার জন্য মার্কিন সৈন্যরা নাপাম বোমা ব্যবহার করছে ; দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তারা কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল যুদ্ধও পরিচালনা করছে। কিছু কিছু মার্কিন যুদ্ধ-মাতাল এমন ব্যবস্থার পক্ষেও ওকালতি করছে যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বনগুলিকে পত্রপল্লব-শূণ্য করবার জন্য এবং সেখানকার মুক্তি সেনাকে ধ্বংস করবার জন্য যেন অ্যাটম বোমা প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাপক ধ্বংসের এই নির্মম যুদ্ধ সত্ত্বেও মার্কিন সৈন্যরা আর তাদের তাঁবেদারেরা আজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি সেনার পাল্টা আঘাতের মুকে পলায়নপর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এখন চাইছে ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (উত্তর ভিয়েৎনামের) অভ্যন্তর ভাগে যুদ্ধের বিস্তার সাধন করতে। ইতিমধ্যেই তারা উত্তর ভিয়েৎনামে টংকিং উপসাগরে নৌঘাঁটিতে ও তৈলকেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপ করেছে ; তাদের বিমান বাহিনী উত্তর ভিয়েৎনামের আকাশে হাওয়াই হানা চালাচ্ছে এবং তাদের নৌবাহিনী উত্তর ভিয়েৎনামের উপকূলের কাছে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে।

এটা খুবই দু:খজনক ব্যাপার যে জেনেভা চুক্তি কার্যকরী করার জন্য যে-আন্তর্জাতিক কমিশন স্থাপন করা হয়, সেই কমিশনের সভাপতি হিসাবে ভারত তার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ভাবে গোটা কাল ধরে বাস্তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণকে সাহায্য করে এসেছে। মার্কিন পুতুল সরকারগুলি যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে তার মুখোশ উন্মোচনও বারত করেনি কিংবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের খোলাখুলি সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনাও সে তুলে ধরেনি। মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনী উত্তর ভিয়েৎনামের উপরে নগ্ন ও বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ চালিয়েছে, এমনকি তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত ভারত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেনি।

এই পার্টি কংগ্রেস দাবি করে যে ভারত সরকার তার বর্তমান মনোভাব পরিহার করুক এবং মার্কিন আক্রমণকে ধিক্কার জানাক ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মার্কিন সশস্ত্র শক্তি যাতে প্রত্যাহৃত হয সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুক, ভারত সরকার যাতে তার বর্তমান মনোভাব পরিবর্তন করে এভং ভিয়েৎনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তদুদ্দেশ্যে অবিরাম আন্দোলন করবার জন্য এবং ভারত সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য এই পার্টি কংগ্রেস বারতের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

।। ২২।।

কঙ্গো প্রসঙ্গে

কঙ্গোর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য কঙ্গোর জনগণ যে যুদ্ধ চারিয়ে যাচ্ছেন, এই পার্টি কংগ্রেস তাঁদের প্রতি ঐকান্তিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়েই তাঁদের নেতা প্যাট্রিক লুমুম্বা ইঙ্গ-মার্কিন ও বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষিত কাসাবুভু ও শোম্বের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

প্যাট্রিস লুমুম্বার নেতৃত্ব পরিচালিত কঙ্গোর জনগণ যখন ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা অর্জন করেন, তখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে বিদ্রোহ সঙগঠিত করে এবং কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে “স্বাধীন” কাটাঙ্গা রাষ্ট্র স্থাপনে শোম্বেকে উৎসাহ দেয়।

জাতিসংঘ বাহিনী কঙ্গোতে যায় প্যাট্রিক লুমুম্বার নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করবার এবং সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব কলাকৌশলকে বানচাল করবার অছিলায় কিন্তু যখন কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট কাসাবুভু প্যাট্রিস লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করাবার জন্য কলাকৌশলের আশ্রয় নিল এবং পরে তাঁকে হত্যা করাল, তখন কিন্তু এই জাতিসংঘ বাহিনী হস্তক্ষেপ করল না। এই কারণে ভারত বাদে আফ্রিকা ও এশিয়ার বাকি সব দেশ তাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করে নিল। যে পর্যন্ত না বেলজিয়ান, ব্রিটেন ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপরে আমেরিকা তার প্রধান প্রতিষ্ঠা করল, কাসাবুভুর সভাপতিত্বে ও আদুলার প্রধান মন্ত্রীত্বে একটি কেন্দ্রীয় সরকার কায়েম করল, কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতা শেষ হল এবং শোম্বে নির্বাসিত হল, সেই পর্যন্ত ভারতের সশস্ত্র বাহিনী সেখানে থেকে গেল।

কাসাবুভু আর আদুলার সরকারের বিরুদ্ধে কঙ্গোর জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের মুখে মার্কিন আদুলাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত করে শোম্বেকে এনে সেখানে বসালো এবং কঙ্গো-জনগণের অগ্রগমনশীল সশস্ত্র বাহিনীর

উপরে বোমা বর্ষণের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, সেখানে বিমান বাহিনী পাঠাল।

আফ্রিকার জাতিসমূহ তাঁদের সংগঠন 'আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা'র মাধ্যমে মার্কিন হস্তক্ষেপকে ধিক্কার জানালো এবং দাবি করল যে কঙ্গো থেকে বিদেশী সশস্ত্র শক্তিগুলিকে অপসারণ করা হোক। শোম্বেকে কায়রো সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে দিতে তারা অস্বীকার করল। দু:খের বিষয় যে যখন ব্যাপারটি ভোটে দেওয়া হল তখনও ভারত সরকার নিরপেক্ষতা অবলম্বনকরল এবং এইভাবে আফ্রিকার জনগণের মনে ভারত সরকার সন্মন্ধে ইতিমধ্যেই যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে সে সন্দেহকে আরো জোরদার করল।

এই কংগ্রেস দাবি করছে যে কঙ্গোর প্রশ্নে ভারত যে দ্ব্যর্থবোধক মনোভাব প্রকাশ করছে, অবিলম্বে তা পরিহার করুক এবং কঙ্গো থেকে অবিলম্বে মার্কিন সশস্ত্র শক্তির অপসারণ দাবি করে এবং কঙ্গোর জনগণ যাতে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে পারে সেই জন্য তাঁদের প্রতি সর্বপ্রকারের সমর্থন ঘোষণা করে আফ্রিকার জাতিসমূহের সঙ্গে মিলাক। এই পার্টি কংগ্রেস ভারতের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কঙ্গোর জনগণের প্রতি যাতে সর্বতোপ্রকারের সমর্থন দান করা হয় সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য তাঁরা যেন অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যান।

।। ২৩।।

দক্ষিণ রোডেশিয়া সম্পর্কে

দক্ষিণ রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ বসতিকারীদের সরকার নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার জন্য যে মরীয়া অপচেষ্টা চালাচ্ছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস তা লক্ষ্য করছে। প্রতি ১৫ জন আফ্রিকানে যেখানে ১জন মাত্র শ্বেতাঙ্গ বসতিকারী, সেখানে সেই সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকান জনগণের উপরে নিজেদের শ্বেতাঙ্গ বর্ণাধিপত্য অব্যাহত রাখবার অভিসন্ধিতেই শ্বেতাঙ্গ বসতিকারী সরকারের এই অপচেষ্টা। এই সরকার ন্খোন প্রমুখ আফ্রিকান নেতাদের বন্দী করে রেখেছে এবং জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের শাসন চালু করেছে - যে জনগণ সংগ্রাম করছে দেশের স্বাধীনতার জন্য, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে সকল বয়:প্রাপ্ত নরনারীর মাথাপিছু এক ভোটের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচন নিশ্চয়ীকৃত করবে যে সংবিধান সেই সংবিধানের ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতার জন্য।

এই কংগ্রেস এটাও লক্ষ্য করছে যে ব্রিটেনের লেবার সরকার শ্বেতাঙ্গ বসতিকারীদের লেবর সরকার শ্বেতাঙ্গ বসতিকারীদের সরকারেকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে এই ধরনের কোন "স্বাধীনতা" ঘোষণাকে তারা রাষ্ট্রদ্রোহ বলে গণ্য করবে এবং তা থেকে গুরুতর পরিণতি ঘটবে। শ্বেতাঙ্গ বসতিকারীদের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষিণ রোডেশিয়ার জনগণকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করা হবে - এই মর্মে ভারত সরকার যে অঙ্গীকার করেছে এই কংগ্রেস অভিনন্দন জানাচ্ছে।

পার্টি কংগ্রেস ব্রিটেনের লেবর সরকারকে জানাচ্ছে যে কেবল সতর্ক করে দেওয়াই যথেষ্ট নয় ; কংগ্রেস দাবি করছে যে শ্বেতাঙ্গ বসতিকারীদের সরকারকে পদচ্যুত করা হোক, আফ্রিকান নেতাদের মুক্ত করা হোক, এবং অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আফ্রিকান জনগণের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়. সেইজন্য এই কংগ্রেস ভারত সরকারের কাছে সনির্বন্ধ দাবি জানাচ্ছে।

।। ২৪।।

অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক সম্পর্কে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অ্যাঙ্গোলার আর মোজাম্বিকের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে - যে জনগণ পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশে জাতীয় মুক্তির সরকার স্থাপন করেছেন এবং সমস্ত আফ্রিকান রাষ্ট্র তাঁদের বৈষয়িক ও সামরিক ভাবে সাহায্য করছে। ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ন্যাটো (NATO) সাকরেদ পর্তুগীজকে যে সাহায্য দিচ্ছে, তা যদি পর্তুগীজরা না পেত, তা হলে এতদিনে অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হ'ত।

সাম্রাজ্যবাদী শসকের বিরুদ্ধে যে-সব উপনিবেশের জনগণ সংগ্রাম করছে তাদেরকে বিশেষ করে অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের জনগণের সংগ্রামী শক্তিসমূহকে, সামরিক সাহায্যসহ সর্বপ্রকার সাহায্য দানের যে ঘোষণা কায়রোয় অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে তাতে স্বাক্ষর করার জন্য এই কংগ্রেস ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যাতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য দান থেকে বিরত হয়, তার জন্য এবং যাতে ভারত অবিলম্বে অ্যাঙ্গোলার আর মোজাম্বিকের জনগণকে সামরিক সাহায্যসহ সর্বপ্রকার সাহায্য প্রেরণ করে, তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এই কংগ্রেস ভারত সরকারের কাছে সনির্বন্ধ দাবি জানাচ্ছে।

।। ২৫।।

পরিচয়পত্র পরীক্ষণ (ক্রেডেন্সিয়াল্স্) কমিটির রিপোর্ট

নির্বাচিত ডেলিগেটদের মোট সংখ্যা		৪৪৭
উপস্থিত ডেলিগেটদের সংখ্যা	(৯৪%)	৪২২
বিতরিত ক্রেডেন্সিয়াল্স্ কমিটি ফর্ম-এর মোট সংখ্যা		৪৮৫
পূর্ণীকৃত ও প্রত্যর্পিত ফর্ম এবং মোট সংখ্যা		৪৮২
এঁদের মধ্যে		
ডেলিগেটদের সংখ্যা		৪১৯
অবজার্ভারদের সংখ্যা		৬৩

প্রাপ্ত তথ্যাদিকে ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা : -

(১) বয়সগত বিবাগ
(২) পার্টিতে যোগদানের কাল
(৩) ফ্রন্টগত অবস্থান
(৪) পার্টিতে পদমর্যাদা
(৫) কোন শ্রেণী থেকে এসেছেন
(৬) পেশা
(৭) শিক্ষা
(৮) আইনসভা বা স্থানীয় সংস্থার সদস্যপদ
(৯) কারাবাসের মোট কাল
(১০) অজ্ঞাতবাসের মোট কাল

এইসব তথ্য নিম্নে সবিস্তারে দেওয়া হল ; তবে ঠিক নিচেকার বিষয়গুলি বিশেষবাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) প্রবীণতম ডেলিগেট হচ্ছেন কমরেড এস্ এন্ তেওয়ারী (উত্তর প্রদেশ) ; বয়স ৭১ বছর।

(খ) তরুণতম ডেলিগেট হচ্ছেন কমরেড গোপাল কৃষ্ণাণ (পার্টির সদর দফ্তর) ; বয়স ২৫ বছর। তরুণতম অবজার্ভার হচ্ছেন রাজেশ্বর প্রসাদ সিংহ (বিহার) ; বয়স ২০ বছর।

(গ) উপস্থিত ডেলিগেটদের মধ্যে দীর্ঘতম কারে কারাবাসে কাটিয়েছেন কমরেড গণেশ ঘোষ (প: বঙ্গ)।

বাকি তথ্যগুলি নীচে দেওয়া হ'ল :

(১) বয়সগত বিভাগ :

১৮-৩০ = ৪১ ; ৩১-৪০ = ১৭৬ ; ৪১-৫০ = ১৭৮ ;
৫১-৬০ = ৭১ ; ৬০ বছরের উপর = ১৬

(২) পার্টির যোগদানের কাল :

১৯৩১ সালের পূর্বে = ৪৪ ; ১৯৩৮-৪২ = ১৪৬ ; ১৯৪৩-৪৭ = ১০০ ;
১৯৪৮-৫১ = ৬৮ ; ১৯৫২-৫৬ = ৭৮ ; ১৯৫৭-৬৩ = ৩৬।

(৩) **ফ্রন্টগত অবস্থান :**

ট্রেড ইউনিয়ন	১৪৭	কিষাণ	১৪৪
মহিলা	৬	শিক্ষক	৩
ছাত্র ও যুব	১২	সংস্কৃতি	২
কৃষি ও মজুর	৩১	পার্টি	১৩৭

(৪) **পার্টির পদমর্যাদা :**

কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি	১৩
প্রাদেশিক কমিটি	২১৫

(৮) **আইন সভা বা স্থানীয় সংস্থার সদস্য :**

এম এল এ এবং এম এল সি	৩২
এম পি	৯
সমবায় সমিতির ডিরেক্টর ও প্রেসিডেন্ট	৬৩
মিউনিসিপ্যাল ও কাউন্সিলর	২৩
পঞ্চায়েত প্রধান	৩৩
পঞ্চায়েত সদস্য	২৫
ব্লক সমিতির সদস্য	১৮
জিলা পরিষদের সদস্য	১০

(৯) কারাবাসের মোট কাল : ১৩৪০ বছর ২ মাস ২০ দিন।

(১০) অজ্ঞাতবাসের মোট কাল : ৮৪৮ বছর ১০ মাস ১৫ দিন।

এম এ রসুল, সৎবন্ত সিং, এ নাল্লাশিভয়
সদস্য, ক্রেডেন্সিয়াল্‌স্‌ কমিটি